হেফাজতে ইসলামের
"মুখোশ উন্মোচন"

গ্রন্থনা ও সংকলনে :
মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাহাদুর

পরিবেশনায় :
ইমাম আযম রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

হেফাজতে ইসলামের "মুখোশ উন্মোচন"

লেখক :
মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

দ্বিতীয় প্রকাশ :
৪ জানুয়ারী, ২০১৫ ইংরেজী
১২ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৬ হিজরি

শুভেচ্ছা হাদিয়া :
এক দাম ঃ ১০/- টাকা

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

যোগাযোগ ঃ
দেশ-বিদেশের যে কোন স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে যোগাযোগ-
মোবাইল ঃ ০১৮৪২-৯৩৩৩৯৬

☞ আহমদ শফীর নাস্তিকতার খতিয়ান - ১ ঃ

আহমদ শফী বলে, "আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারেন, কিন্তু বলেন না। আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করতে পারেন, কিন্তু করেন না।" [১]

আহমদ শফীর এই নাস্তিকবাদ ও জঘন্য কুফরী মন্তব্যের সমর্থনে হেফাজতে ইসলামের প্রচারণায় দারুল উলুম হাটহাজারী ফতোয়া বিভাগ থেকে ইতোপূর্বে "ভ্রান্তি নিরসন ও আকীদা সংশোধন" নামক একটি ছোট রেসালা প্রকাশিত হয়েছে। রেসালাটির আদ্যোপান্ত পাঠ করে দেখলাম যে, তা কোন আক্বিদা সংশোধন করেনি; বরং সরলমনা মুসলমানদের আরও চরম বিভ্রান্তির অতল গহবরে নিমজ্জিত করেছে।

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ উপরোক্ত আক্বিদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা নয়; বরং তার উক্ত বক্তব্য নাস্তিকদেরকেও হার মানিয়েছে। তার উক্ত বক্তব্য একটি বাতিল ফেরকা মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আক্বিদার সাথে পূর্ণসাদৃশ্য রয়েছে। আর মু'তাযিল সম্প্রদায় একটি ভ্রান্ত ও বাতিল ফেরকা। যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী ( )আলাইহি বলেছেন-

انه لا يوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم لان المحال لا يدخل تحت القدرة وعند المعتزلة انه يقدر ولكن لا يفعل – (شرح فقه الاكبر: صـ ١٣٨)

-"আল্লাহ তাআলাকে যুল্ম করতে সক্ষম বলে না জানা চাই। কেননা, তা আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তার জন্য অসম্ভব। আর এও যে, অসম্ভব বস্তু কুদরতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু মু'তাযিলার মতে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা রাখেন; কিন্তু করেন না।"[২]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী ( )আরো বলেন,

فان الرب سبحانه لا يفعل سيئة قط ' بل فعله كله حسن وخير -

-"নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কখনো-ই খারাপ কাজ করেন না; বরং তাঁর সকল কাজই সুন্দর ও উত্তম।"[৩]

মিথ্যা বলা ও ওয়াদা খেলাফ করা দোষের অন্তর্ভূক্ত। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর আক্বিদা হলো আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার ক্ষতি ও দোষ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। কিন্তু ওহাবীদের নেতাগণের লেখনীগুলো, যেগুলোর মধ্যে তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব এবং 'খালফ-ই ওয়াঈদ' (শাস্তির ওয়াদা করে মাফ করাকে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ বলে আখ্যায়িত করার উপর জোর দিয়েছে) দ্বারা তারা আল্লাহ তাআলাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করে। কেননা, মিথ্যা বলা এবং

---

[1] .আহমদ শফি ঃ ভিত্তিহীন প্রশ্নাবলীর মূলোৎপাটন: পৃ. ২-৩
[২] মোল্লা আলী ক্বারী ঃ শরহে ফিক্বহুল আকবার : পৃ. ১৩৮
[৩]. শরহে ফিক্বহুল আকবর: পৃ. ৪৪

ওয়াদার বরখেলাপ করা দোষ ও অপূর্ণতাই। যেমন তাফসীরে ক্বাদেরীতে কোরআনে পাকের আয়াত- **من اصدق من الله حديثا** এর তাফসীরে বর্ণিত আছে, আল্লাহর কথা এবং ওয়াদার মধ্যে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই; এ জন্য যে, মিথ্যা একটি জঘন্য দোষ আর আল্লাহ তাআলা দোষ-ত্রুটি (মিথ্যা) হতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

আল্লামা নাসিরুদ্দিন বায়যাভী (رحمه الله) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,

من اصدق من الله حديثا انكارا ان يكون احد اكثر صدقا منه فانه لا يتطرق الكذب الى خبره بوجه لانه نقص وهو على الله محال-

-"আল্লাহ অপেক্ষা কার কথা বেশি সত্য?[৪] এ মহান বাণী এ কথার প্রমাণ যে, তাঁর চেয়ে বেশি সত্যবাদী কেউ নেই। কেননা, তাঁর খবর প্রদানে মিথ্যা কোনভাবেই প্রবেশ করতে পারে না। কারণ, সেটা (মিথ্যা) হচ্ছে একটি জঘন্য দোষ, এটা আল্লাহর জন্য সম্পূর্ণ অসম্ভব।"[৫]

আল্লামা শরবীনী (رحمه الله) বলেন, قوله تعالى فلن يخلف الله عهده فيه دليل على ان الخلف فى خبر الله محال-

-"আল্লাহ তাআলার বাণী, 'অতঃপর আল্লাহ কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না'-এর মধ্যে এ কথার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মিথ্যা খবর দেওয়া অসম্ভব।"[৬]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (رحمه الله) বলেছেন,

من صفات كلمة الله صدقا والدليل عليه الكذب نقص والنقص على الله محال-

-"সত্য বলা আল্লাহ তা'য়ালার অন্যতম গুণ। এর পক্ষে দলীল হচ্ছে- মিথ্যা বলা দোষ। আর আল্লাহ তাআলার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি থাকা অসম্ভব।"[৭]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (رحمه الله) তো সুস্পষ্ট ভাষায় ফতোয়া আরোপ করেছেন-

لان المؤمن لا يجوز ان يظن بالله الكذب بل يخرج بذالك عن الايمان-

-"কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে আল্লাহ তাআলার পক্ষে মিথ্যা বলার ধারণা করবে; বরং এ ধরনের ধারণার কারণে সে ঈমান হতে বের হয়ে যাবে (সে কাফির হয়ে যাবে)।"[৮]

ইমাম আলী ইবনে মোহাম্মদ আল-খাযিন (رحمه الله)বলেছেন,

لا احد اصدق من الله فانه لا يخلف الميعاد ولا يجوز عليه الكذب-

-"আল্লাহ তা'আলার চেয়ে বড় সত্যবাদী কেউ নেই। তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না এবং তাঁর পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভবই নয়।"[৯]

---

[৪] সূরা,নিসা,আয়াত নং-৮৭

[৫].ইমাম বায়যাভী,তাফসীরে বায়যাভী,২/৮৮পৃ.

[৬].আল্লামা শরবীনী : তাফসীরে সিরাজুম মুনীর: পৃ. ৭০

[৭] ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী: তাফসীরে কাবীর: ৪/১৩৮পৃ.

[৮]. ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী : প্রাগুক্ত: ৫/১৭৯পৃ.

ইমাম আবুস সাউদ (رحمه الله)বলেন, **والكذب محال عليه سبحانه دون غيره-**

অর্থাৎ, মিথ্যা বলা আল্লাহ তাআলার পক্ষে অসম্ভব।[১০]

আল্লামা মুঈনুদ্দিন কাশেফী (رحمه الله) বর্ণনা করেছেন,

ومن اصدق من الله حديثا از خدا ئے تعالى يعنى نيست از وے راست گوئے تراز جهت قولى ووعده يعنى كذب رادر سخن ووعده حق راه نيست زيرا كہ آں نقص ست وخدائے از نقص مبراست-

-"আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে আছে? অর্থাৎ তাঁর চেয়ে বেশি সত্যবাদী আর কেউ নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কথা ও প্রতিশ্রুতিতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। কেননা, সেটা (মিথ্যা) একটা জঘন্য দোষ। আর আল্লাহ তা'য়ালা দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।"[১১]

আল্লামা আলী ইবনে মোহাম্মদ আল-খাযিন (رحمه الله) বলেন,

لا احد اصدق من الله فانه لا يخلف الميعاد ولا يجوز عليه الكذب-

-"আল্লাহ তাআলার চেয়ে বড় সত্যবাদী কেউ নেই। কারণ, তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না এবং মিথ্যা বলা তাঁর জন্য বৈধ (সম্ভব) নয়।"[১২]

ইমাম নাসাফী (رحمه الله) ওফাত.৭১০হি.বলেন, -

تمييز وهو استفهام بمعنى النفي اي لا أحد أصدق منه في إخباره ووعده ووعيده لاستحالة الكذب عليه لقبحه

-"…….খবর প্রদান, প্রতিশ্রুতি পূরণ ও শাস্তি প্রদানের হুমকি (যদি ক্ষমা না করেন) পূরণে তাঁর চেয়ে বেশি সত্যবাদী আর কেউ নেই। কারণ, মিথ্যা তাঁর জন্য অসম্ভব- যেহেতু সেটা জঘন্য দোষ।"[১৩]

গায়রে মুকাল্লিদদের নাওয়াব সিদ্দিক হাসান ভূপালভীও মিথ্যা এবং ওয়াদা খেলাফকে দোষগুলোর মধ্যে গণ্য করেছেন। সুতরাং তিনি লিখেছেন,

وعده كى سچائى صفات حميدة ميں سے ہے جيسے خلف وعد اوصاف ذميمہ ميں سے ہے –

-"প্রতিশ্রুতিতে সত্যবাদিতা প্রশংসিত গুণাবলীর অন্যতম, যেমনিভাবে ওয়াদা ভঙ্গ করা মন্দ গুণাবলীর মধ্যে গণ্য।"[১৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

-"নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা বাকারাঃ আয়াত ২০)

---

[৯].ইমাম খাযিন : তাফসীরে লুবাবুত তা'ভীল: ১/৪২১পৃ.

[১০]. ইমাম আবুস সাউদ: তাফসীরে আবুস সাউদ: ৩/৩৬১পৃ.

[১১] মোল্লা মুঈন কাশেফী : তাফসীরে হাসানী: পৃ. ১/১২৭ পৃ.

[১২].ইমাম খাযিন : তাফসীরে মাদারিকুত্ তানযিল: ১/৩৮৫ পৃ.

[১৩].ইমাম নাসাফী : তাফসীরে মাদারিক : ১/৩৮১পৃ.দারুল কালামুল তৈয়্যাব,বয়রুত,বয়বান।

[১৪].তরজুমানে কুরআন: পৃ. ৩৫৯, পারা - ১৬ , সূরা মরিয়াম

উক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সকল কিছু (ভালো মন্দ) সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান। তাই বলে তিনি মন্দ কাজও করতে সক্ষম, এমন কিছু বুঝানো মনগড়া তাফসীর ছাড়া কিছুই নয়; বরং সকল গ্রহণযোগ্য তাফসীরের বিপরীতেই অর্থ হবে।

দারুল উলুম হাটহাজারী, ফতোয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিক 'ভ্রান্তি নিরসন ও আকীদা সংশোধন' নামক রেসালার ৮ম পৃষ্ঠায় শরহে আকায়েদে নাসাফীর যে উদ্ধৃতি বর্ণনা করা হয়েছে, সেই উদ্ধৃতির মর্মার্থ হৃদয়াঙ্গম করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ–

والنظام على انه لا يقدر على خلق ------ ولا يخرج عن علمه وقدرته شئ الجهل والقبيح-

উক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা গ্রন্থকার বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা সকল কিছুই সৃষ্টি করতে সক্ষম। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর ভালো-মন্দ সকল কিছুই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলতে সক্ষম প্রমাণিত হয় না; যা উপরোক্ত ইমামদের বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্ট হয়। মন্দ কাজ সৃষ্টি করা আর মন্দ কাজ করতে সক্ষম হওয়া কখনোই এক হতে পারে না। আর উভয়টাকে একই ধারণা করা কোন জাহেল ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

অতএব, "আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারেন; কিন্তু বলেন না এবং ওয়াদা খেলাফ করতে পারেন; কিন্তু করেন না" এমন মন্তব্যকারী আহমদ শফী, ইমাম রাযী (রহ.)এর ফতোয়া মোতাবেক ঈমান থেকে খারিজ হয়ে গেছে তথা কাফের হয়ে গেছে। তাই আহমদ শফী গংদের কুফরী ও নাস্তিকতা কোন পর্যায়ের তা সুস্পষ্ট।

☞ আহমদ শফীর শিরক ও কুফরীর খতিয়ান নং- ২

আহমদ শফী বলে, মাজারীরা ওলীকে নবী বানিয়ে দেয় আর নবীকে বাড়াতে বাড়াতে খোদা পর্যন্ত নিয়ে যায়। (ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উন্মোচন, পৃ. ২০)

📖 ইসলামী আক্বিদাঃ কোরআনুল কারীম সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও মর্যাদা অসীম। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। আল্লাহর মর্যাদা পর্যন্ত যেতে হলে আল্লাহর মর্যাদা সসীম হতে হবে। আর আহমদ শফী আল্লাহর ক্ষমতা ও মর্যাদাকে সসীম বিশ্বাস করে বিধায় এমন উক্তি করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে নি; যা ইসলামী শরিয়তের বিধান মতে সুস্পষ্ট শিরক। শিরক করলে মুশরিক হয় আর ইসলামের শরিয়তের বিধান মতে প্রত্যেক মুশরিক কাফের।

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ৩

আহমদ শফীর ফতোয়ায় আহমদ শফী কাফেরঃ- আহমদ শফী বলে, "রাসূল (ﷺ) কে যে মানুষ এবং মাটির তৈরি বলে জানবে না, সে কাফের।"[১৫]

[১৫].আহমদ শফি ঃ হক বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, পৃ. ৬১

অথচ আহমদ শফী উক্ত গ্রন্থের ঐ পৃষ্ঠায়-ই ২য় লাইনে লিখেছে, "অতএব, আমার আক্বিদা হচ্ছে রাসূল (ﷺ) একই সাথে মানুষ ও নূর।"

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আহমদ শফীর উক্ত বক্তব্য দ্বারা তার নিজের ফতোয়ায় নিজে কাফের প্রমাণিত হয়?

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ﷺ) এর নূর মোবারককে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন। আর রাসূল (ﷺ) এর নূর সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে পাকে এরশাদ করেন–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

-"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর {রাসূল (ﷺ)} এবং সুস্পষ্ট কিতাব (কোরআন) এসেছে।"[১৬]

উক্ত আয়াতে নূর দ্বারা রাসূল (ﷺ)এর নূর মোবারককে বুঝানো হয়েছে। যেমনটি বিখ্যাত ৩৭টিরও বেশি তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, তাফসীরে ইবনে আব্বাস: পৃ. ৮৫, তাফসীরে জালালাইন: পৃ. ১১১, তাফসীরে খাযিন: ১/৪৪৭, তাফসীরে বায়যাভী: ১/৪১৮, তাফসীরে নাসাফী: ১/২৭৬, তাফসীরে রুহুল মায়ানী: ৬/১১৮, তাফসীরে রুহুল বয়ান: ২/৩৭০, তাফসীরে মাযহারী: ৩/৬৭, তাফসীরে সাভী: ২/৪৮৬, তাফসীরে কবীর: ৩/৩৯৫, তাফসীরে মা'আলিমুত তানযীল: ১/২৭৩, তাফসীরে ত্বারী: ৬/৯২, তাফসীরে হুসাইনী: ১/৪৮২, তাফসীরে কুরতুবী: ৬/১১৮, তাফসীরে আবিস সাউদ: ৪/৩৬, তাফসীরে সিরাজুম মুনীর: পৃ. ৩৬০, তাফসীরে সাওয়াতিউল ইলহাম: পৃ. ২৫২, শিফা শরীফ লিল কাযী আয়ায: ১/১১ এমনকি সৌদি সরকার থেকে বিনামূল্যে প্রদত্ত তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনের ৪২৮ পৃষ্ঠায়সহ মোট ৬০ টি তাফসীরে এ ব্যাখ্যা বিদ্যমান।[১৭]

রাসূল (ﷺ)এর নূর সম্পর্কে অসংখ্য হাদিসে পাক রয়েছে। তন্মধ্যে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) কর্তৃক রাসূল (ﷺ) কে সর্বপ্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে রাসূল (ﷺ)বলেন, الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفَةٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ! إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ، فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّورُ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنْسِيٌّ.

-"হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ। আমাকে বলুন,

[১৬].সূরা মায়েদা: আয়াত - ১৫

[17] এ আয়াতের বিস্তারিত সঠিক ব্যাখ্যা জানতে আমার লিখিত "প্রমানিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" গ্রন্থের ২৯৩-৩০৫পৃষ্ঠা দেখুন।

আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছুর পূর্বে কি সৃষ্টি করেছেন? হুযুর (ﷺ) ফরমালেন, হে যাবের! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছুর পূর্বে তাঁর নূর হতে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ নূর খোদায়ী কুদরতে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ভ্রমণ করতে থাকে। তখন লওহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, দানব, মানব কিছুই ছিল না।"[১৮] রাসুল (ﷺ)'র এর নুরের সৃষ্টির বিষয়ে বিস্তারিত সঠিক ব্যাখ্যা জানতে আমার লিখিত "প্রমানিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" গ্রন্থের ২৯৩--৩৯০ পৃষ্ঠা দেখুন, ইনশাআলল্লাহ আশা করি সঠিক বিষয়টি আপনাদের বুঝে আসবে।

☞ আহমদ শফীর শিরক ও কুফরীর খতিয়ান নং- ৪ঃ

রাসূল (ﷺ)এর আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত ইলমে গায়বকে বিশ্বাস পোষণ করা সম্পর্কে আহমদ শফী বলে, "যে ব্যক্তি এই আক্বিদা বা বিশ্বাস পোষণ করে যে, রাসূল (ﷺ)বা কোন নবী কিংবা অলির এক বিন্দু পরিমাণ ইলমে গায়বের জ্ঞান ছিল, সে সর্বসম্মতিক্রমে মুশরিক বলে গণ্য হবে।"[১৯]

অথচ আহমদ শফী উক্ত গ্রন্থের ৪৪পৃষ্ঠায় বলে, "আম্বিয়ায়ে কিরাম ও পয়গাম্বর (ﷺ) কে ওহীর দ্বারা আল্লাহ তাআলা গায়ব এর কিছু বিষয় অবগত করিয়েছেন।" সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তার উক্ত স্ববিরোধী ফতোয়া দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, সে নিজের ফতোয়ায় নিজেই মুশরিক?

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (ﷺ)কে ইলমে গায়ব দান করেছেন এ প্রসঙ্গে কোরআন মাজীদে বর্ণিত আছে,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ-

[১৮]. ১.ইমাম আবদুর রায্যাক: আল-মুসান্নাফ (জুযউল মুফকুদ): ১/৬৩পৃ. হাদিস-১৮, (শায়খ ঈসা মানে হিমইয়ারা সংকলিত) (২) আল্লামা আজলুনী: কাশফুল খাফা: ১/৩১১, হাদিস- ৮১১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন (৩) আল্লামা কুস্তলানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া: ১/৭৬পৃ. (৪) আল্লামা জুরকানী: শরহুল মাওয়াহেব: ১/৮৯পৃ.দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন (৫) আশরাফ আলী থানবী: নশরুত্বীব: পৃ. ২৫ (৬) আব্দুল হাই লাক্ষনৌভী, আসারুল মারফূআ ঃ ৪২পৃষ্ঠা ,শামেলা (৭) ইবনে হাজার মক্কী, ফতোওয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ,৩৮০পৃষ্ঠা.মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা,করাচী,পাকিস্তান (৮-১০) শায়খ ইউসুফ নাবহানী, হুজ্জাতুল্লাহিল আলামিন: ৩২-৩৩পৃষ্ঠা ও জাওয়াহিরুল বিহার ঃ ৩/৩৭৭পৃষ্ঠা ও ৩/৩১২পৃ. ও ২/২১৯পৃ. আনোওয়ারে মুহাম্মাদিয়্যা ঃ৯পৃষ্ঠা. (১১) মোল্লা আলী ক্বারী, মাওয়ারিদুর রাভী ঃ২২পৃষ্ঠা (১২) ইমাম নাওয়াভী, আদদুররুল বাহিয়্যাহ ঃ৪-৮পৃষ্ঠা (১৩) বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ,১/৩৭পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন। এ হাদিসটিকে মোট ৬০জন মুহাদ্দিস ও আলেম তাদের কিতাবে হাদিসটি সংকলন করেছেন এ আয়াতের বিস্তারিত সঠিক ব্যাখ্যা জানতে আমার লিখিত "প্রমানিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" গ্রন্থের ৩৪৭-৩৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

[১৯] আহমদ শফি ঃ হক বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব: পৃ. ৪৩

-"(হে সাধারণ লোকগণ!) এটা আল্লাহর শান নয় যে, তোমাদেরকে ইলমে গায়ব দান করবেন। তবে হ্যাঁ, রাসূলগণের মধ্যে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, তাকে এ অদৃশ্য জ্ঞান দানের জন্য মনোনীত করেন।"[২০]

শুধু তা-ই নয় আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا (26) اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

-"(আল্লাহ পাক) তাঁর মনোনীত রাসূলগণ ব্যতীত কাউকেও তাঁর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন না।"[২১] রাসূল (ﷺ) গায়বের সংবাদ প্রদানে কার্পণ্য করেন না । যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী,

-وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ-"তিনি {নবী করীম (ﷺ)}গায়ব প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃপণ নন।"[২২] উক্ত আয়াত সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও তাফসীরকারক ইমাম বগভী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) ওফাত. ৫১০হি. বলেন,

وَخَبَرِ السَّمَاءِ وَمَا اطْلَعَ عَلَيْهِ مِمَّا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ مِنَ الْأَنْبَاءِ وَالْقَصَصِ، بِضَنِيْنٍ،-

-"হুযুর (ﷺ)অদৃশ্য বিষয়,আসমানী সংবাদ ও কাহিনী সমূহ প্রকাশ করার ব্যাপারে কৃপণ নন।"[২৩] ইমাম খাযিন (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

يقول انه عليه السلام يأتيه علم الغيب فلا يبخل به عليكم بل يعلمكم-

-"এ আয়াতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, হুযুর (ﷺ)এর কাছে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ আসে। তিনি তা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেন না, বরং তোমাদেরকে জানিয়ে দেন।"[২৪]

রাসূল (ﷺ)এর ইলমে গায়ব সম্পর্কে অনেক আয়াতে কারীমা ও হাদিস শরীফ জ্বা'আল হক এ সংকলিত হয়েছে। সেগুলো সংগ্রহ করে পাঠ করার অনুরোধ রইল। এ প্রসঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদিসও সামনে বর্ণনা করা হবে। ইনশাআল্লাহ

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ৫ঃ

আহমদ শফী বলে, (ক) "নবী (ﷺ)কে পূর্বাপর সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ মানা চরম বেয়াদবির শামিল।"[২৫]

(খ) আল্লাহ তা'আলা নবী (ﷺ)কে আংশিক জ্ঞান দান করেছেন।[২৬]

[২০]. সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৭৯

[২১] .সূরা জ্বিন: আয়াত ২৬-২৭

[২২]. সূরা তাকভীর: আয়াত-২৪

[২৩] .ইমাম বগভী: মা'আলিমুত তানযিল:৫/২১৮পৃ.দারুল ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী,বয়রুত,লেবানন।

[২৪] .ইমাম খাযিন : তাফসীরে খাযিন:৪/৩৯৯পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।

[২৫] আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়: পৃ. ১৩৪

[২৬] আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়: পৃ. ১৪১

📖 <u>ইসলামী আক্বিদা</u> ঃ আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত পূর্বাপর সকল কিছুর ইলম রাসূল (ﷺ)কে দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা সূরা আর-রাহমানের শুরুতেই বলেন,

الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ-

-"দয়াময় আল্লাহ {তাঁর হাবীব (ﷺ) কে} শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা।"[২৭] উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম বগভী (رحمه الله) তাঁর 'মা'আলিমুত তানযিল' এ লিখেছেন,

وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: خَلَقَ الْإِنسانَ (3) يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ (4) يَعْنِي بَيَانَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ لِأَنَّهُ كَانَ يُبِينُ عَنِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّينِ.-

-"ইমাম ইবনে কায়সান (رحمه الله) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ তথা মুহাম্মদ (ﷺ)কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে বর্ণনা তথা পূর্বাপর সমস্ত কিছুর বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন। ও সৃষ্টির শুরম্ন থেকে লয় পর্যন্ত এবং এমনকি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সকল কিছুর বর্ণনা তাকে শিড়্গা দিয়েছেন।"[২৮]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম খাযিন (رحمه الله) বলেন,

وقيل أراد بالإنسان محمدا صلّى الله عليه وسلم علمه البيان يعني بيان ما يكون وما كان لأنه صلّى الله عليه وسلم ينبئ عن خبر الأولين والآخرين وعن يوم الدين،-

-"বলা হয়েছে, 'মানুষ' দ্বারা মুহাম্মদ (ﷺ)কে বুঝানো হয়েছে। আর 'বর্ণনা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু ঘটবে; পূর্বাপর সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন।"[২৯]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (ﷺ)কে পূর্বাপর সকল ইলম দান করেছেন। তৎসম্পর্কে অসংখ্য হাদিস প্রণিধানযোগ্য। যেমন হযরত ওমর ফারুক (رضي الله عنه) বলেন,

وَعَنْ عمر قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نسيَه ". رَوَاهُ الْبُخَارِيّ –

-"একদা হুযুর (ﷺ)আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে সৃষ্টির সূচনা থেকে জান্নাতবাসীদের জান্নাতে প্রবেশ এবং দোযখবাসীদের দোযখে প্রবেশ করা পর্যন্ত সকল (বিষয়ের) সংবাদ প্রদান

[২৭].সূরা আর-রাহমান: আয়াত ১-৪

[২৮].ইমাম বগভী,মা'লিমুত তানযিল,৪/৩৩১পৃ.

[২৯].ইমাম খাযিন : তাফসীরে খাযিন :৪/২২৫পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,বয়রুত,লেবানন।

করেছেন। যারা স্মরণ রাখতে পেরেছেন, তারা স্মরণ রেখেছেন। আর যারা স্মরণ রাখতে পারেননি, তারা ভুলে গেছেন।"[৩০]

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (رحمه الله) বলেন,

وَفِيه: دلالة على انه أخبر فِي المجْلس الوَاحِد بجَمِيع أحْوَال المَخْلوقَات من ابتدائها إِلَى انتهائها، وَفِي إِيرَاد ذَلِك كُله فِي مجْلِس وَاحِد امر عَظِيم من خوارق العَادة، -

-"এ হাদিস দ্বারা বুঝা গেল, একই মজলিশ বা অবস্থানে রাসূল করীম (ﷺ)সৃষ্টিকূলের আদ্যোপান্ত যাবতীয় অবস্থার খবর দিয়েছিলেন। আর এক মসজলিশে সমস্ত কিছু বর্ণনা করা তাঁর একটি বড় মু'জিযা ছিল।"[৩১]

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (رحمه الله)বলেন,

اي أَخْبَرَنَا عَنْ مُبْتَدَإِ الْخَلْق شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ إِلَى أن انْتَهَى الْإِخْبَارُ عَنْ حَالِ الِاسْتِقْرَار فِي الْجَنَّةِ وَالنَّار ------ إِيرَادِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ –

-"নবী করীম (ﷺ)সৃষ্টির শুরু থেকে একটি একটি করে সর্বশেষ জান্নাত ও জাহান্নামে অবস্থান করা পর্যন্ত বিস্তারিত বিষয় আমাদেরকে অবহিত করেছেন এবং এ বিষয়টি তাঁর একটি বড় মু'জিযা ছিল।"[৩২]

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله)বলেন,

وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ الْمَبْدَإِ وَالْمَعَادِ وَالْمَعَاشِ، وَتَيْسِيرُ إِيرَادِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ. –

-"এ হাদিস দ্বারা জানা যায় নবী করীম (ﷺ)একই অবস্থানে থেকে সমস্ত মাখলুকাতের সৃষ্টির শুরু, জীবন যাপন এবং মৃত্যুর পর পূণর্জীবিত হওয়া বা পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেছিলেন এবং এ বিষয়টি নবী করীম (ﷺ)এর একটি বড় মু'জেযার অন্তর্ভূক্ত।"[৩৩]

হযরত আমর ইবনে আখতাব আনসারী (رضي الله عنه) বলেন,

فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَعْلَمُنَا أحفظنا. رَوَاهُ مُسلم

[৩০] (ক) ইমাম বুখারী : আস্-সহীহ্ : ৬/২৮৬পৃ. হাদিস ঃ ৩১৯২ (খ) খতিব তিবরীযি : মিশকাতুল মাসাবিহ্ : ৪/৫০৬পৃ. হাদিস ঃ ৫৬৯৯ (গ) ইমাম আবূ দাউদ,আস্-সুনান, ৪/৪৪১পৃ. হাদিস ঃ ৪২৪০ (ঘ) ইমাম তিরমিযী,আস্-সুনান ঃ ৪/৪১৯পৃ. হাদিস ঃ ২১৯১ (ঙ) ইমাম আহমদ,আল-মুসনাদ,৫/৩৮৫পৃ. (চ) ইমাম বুখারী,আস্-সহিহ ঃ ১১/৪৯৪পৃ. হাদিস ঃ ৬৬০৪ (ছ) ইমাম মুসলিম, আস্-সহিহ, ৫/২২১৭পৃ. হাদিস,২৮৯১ এবং ২৩ (জ) ইমাম ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান, ২/১৩৪৬পৃ. হাদিস,৪০৫৩ (ঝ) ইমাম খতিব তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ,কিতাবুল ফিতান,৪/২৭৮পৃ.হাদিস ঃ ৫৩৭৯

[৩১].আল্লামা আইনী: উমদাতুল ক্বারী: ১৫/১১০ পৃ.

[৩২].ইবনে হাজার আসকালানী : ফতহুল বারী শরহে বুখারী : ৬/২৯০-২৯১পৃ.

[৩৩]. ক.মোল্লা আলী ক্বারী: মিরকাতুল মাফাতিহ : ৯/৩৬৩৪ পৃ.হাদিস ঃ ৫৬৯৯

-"হুযুর (ﷺ) আমাদেরকে যা হয়েছে এবং (কিয়ামত পর্যন্ত) যা হবার রয়েছে, সেই সমুদয় বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন। আমাদের মধ্যে তিনি বেশি জানেন যিনি অধিক স্মৃতিধর।"[৩৪] মিশকাত শরীফের الفتن অধ্যায়ে হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مقامه إِلى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ -

-"রাসূল (ﷺ) সে **স্থানে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে** সব কিছুর খবর দিয়েছেন। কোন কিছুই বাদ দেননি। যারা মনে রাখার তারা মনে রেখেছেন, যারা ভুলে যাওয়ার ভুলে গেছেন।"[৩৫]

চতুর্থ হাদিস ঃ হযরত আবু যর গিফারী (রা.) বলেন-

«وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلا ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْمًا»، رَوَاهُ أَحْمَدُ -

-"হুযুর (ﷺ) আমাদের নিকট থেকে এ অবস্থায় বিদায় নিয়েছেন যে, কোন পাখি তার **ডানা হেলানোর যার বর্ণনাও** তিনি আমাদের কাছে বাদ দেননি।"[৩৬]

৫ম হাদিস ঃ এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনার হাদিস রয়েছে- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত-

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلا ذَكَرَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

-"রাসূল আসরের নামাযের পর দাঁড়ালেন আর খুতবা দিতে **গিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত** হবে তা তিনি বর্ণনা করেছেন যিনি ওসব বিষয় স্মরণ

[৩৪] ক. ইমাম মুসলিম : আস্ সহীহ : ৪/২২১৭ পৃ. হাদিস নং : ২৮৯২ এবং ২৫
খ. ইমাম খতিব তিবরীযি : মিশকাতুল মাসাবীহ্ শরীফ, ৪/৩৯৭ পৃ. হাদিস : ৫৯৩৬
গ. ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ : ৫/৩৪১ পৃ.

[৩৫] ক. ইমাম মুসলিম : আস্ সহীহ্ : ২/৩৯০ পৃ. হাদিস নং : ২৮৯২ এবং ২৩
খ. খতিব তিবরীযি : মিশকাত শরীফ, পৃ-৪৬১, হাদিস নং : ৫৩৭৯
গ. বুখারী : আস সহিহ : ১১/৪৯৪ পৃ. হাদিস : ৬৬০৪

[৩৬] ক. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ : ৫/১৫৩ পৃ. হাদিস : ২১৩৯৯ (খ) ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ২/১৫৩ পৃ. হাদিস : ১৬৪৭ (গ) ইমাম হাজার হায়সামীঃ মাজমাউয যাওয়াইদঃ ৮/২৬৩ পৃ.হাদিস ঃ ১৩৯৭১ (ঘ) কাজী আযাজ,শিফা শরীফ,১/২০৭পৃ.
(ঙ) আহমদ,আল-মুসনাদ, ৫/৩৮৫পৃ. (চ) আবু ই'য়ালা, আল-মুসনাদ, ৯/৪৬পৃ. হাদিস,৫১০৯
(জ) বায্যার,আল-মুসনাদ, ৯/৩৪১পৃ. হাদিস,৩৮৯

রাখতে পেরেছেন তিনি তা স্মরণ রেখেছেন, আর যিনি স্মরণ রাখতে পারেননি তিনি ভুলে গেছেন।"[৩৭] এ বিষয়ে আরও অনেক সাহাবীর হাদিস রয়েছে, যার দ্বারা হাদিসটি মুতাওয়াতিরের নিকটবর্তী বলে বুঝা যায়, আর মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিসকে ইনকার করা কুফুরী।

☞ আহমদ শফীর হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা ঃ

হযরত তামীম দারী (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ)ইরশাদ করেন–

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» –

-"ধর্ম হলো কল্যাণ কামনা। আমরা (উপস্থিত সাহাবীগণ) আরয করলাম, কার কল্যাণ কামনা? তিনি ফরমালেন, আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূল (ﷺ)এর, মুসলমানদের মুজতাহিদ ইমামগণের এবং সাধারণ মুসলমানদের।"[৩৮]

বর্ণিত উক্ত হাদিসে "আঈম্যাতুল মুসলিমীন" এর ব্যাখ্যায় আহমদ শফী বলে, ইহা দ্বারা মন্ত্রী মিনিস্টার উদ্দেশ্য। নাউজুবিল্লাহ (ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উম্মোচনঃ পৃ. ৭)

📖 ইসলামী আকিদা ঃ উক্ত হাদিসের সে মনগড়া ব্যাখ্যা করেছে। কোরআন সুন্নাহর মনগড়া ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ কুফরী। অথচ ইমাম নাওয়াবী (রহ.)বলেন,

وَقَدْ يُتَأَوَّلُ ذَلِكَ عَلَى الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ هُمْ عُلَمَاءُ الدِّينِ وَأَنَّ مِنْ نَصِيحَتِهِمْ قَبُولُ مَا رَوَوْهُ وَتَقْلِيدُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَإِحْسَانُ الظَّنِّ بِهِمْ –

-"এ হাদিস 'ওলামায়ে দ্বীন' কে ইমামদের অন্তর্ভূক্ত করেছে। 'ওলামায়ে দ্বীন' এর কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে তাদের বর্ণিত হাদিস সমূহ গ্রহণ করা, এবং তাক্বলিদ গ্রহণ করে তাদের শরিয়তের বিধি-বিধানে তাঁদেরকে অনুসরণ করা এবং তাদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা।"[৩৯]

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ৭ ঃ

আহমদ শফী বলে, "ইসলামে দুটি ঈদ ব্যতীত অন্য কোন ঈদ নেই।"[৪০]

📖 ইসলামী আকিদা ঃ আহমদ শফী অসংখ্য সহীহ হাদিসকে অস্বীকার করে কুফরী করেছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

[৩৭] (ক) তিরমিযী,আস্-সুনান ঃ ৪/৫৩পৃ.হাদিস,২১৯১,তিরমিযী বলেন সনদটি 'হাসান'।
(খ). খতিব তিবরীযি ঃ মিশকাতুল মাসাবিহ : ৩/১৪২৩পৃ. হাদিস ঃ ৫১৪৫

[৩৮]. ক. ইমাম বুখারী : আস সহীহ : ১/২২পৃ, মুসলিম : আস সহীহ : ১/৭৪পৃ..হাদিস ঃ ৫৫, ইমাম তিরমিযী : সুনানঃ হাদিস ঃ ১৯২৬, নাসায়ী : সুনানে কোবরাঃ ৭/১৫৭পৃ, ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ : ২/২৯৭, ইমাম দারেমীঃ আস-সুনান : ২/৩১১পৃ. ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল-হাসানা : পৃ. ২৫৭, হাদিস ঃ ৪৯৮

[৩৯].ইমাম নববীঃ আল মিনহাজ শরহে মুসলিমঃ ২/৩৯পৃ.দারুল ইহইয়াউত তুরাস আল আরাবী,বয়রুত।

[৪০] আহমদ শফি ঃ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উম্মোচনঃ পৃ.১৫

ঈসা তিরমিযী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদিসটি হাসান ও সহীহ। এবং তিনি আরও বলেন আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (রহ.)'র কাছে উক্ত হাদিসের সনদ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন উক্ত হাদিসটি সহিহ।"[৫১] সম্মানিত পাঠক বৃন্দ! দেখলেন তো আহমদ শফি কীভাবে একটি সহীহ হাদিসকে জাল বানাতে চাইলো। এমনকি আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম তথাকথিত নাসিরম্নদ্দীরম্নদ্দীন আলবানীও মিশকাতুল মাসাবিহ এর তাহক্বীকে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।[৫২]

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ১০ ঃ

আহমদ শফী বলে, নবী করীম (ﷺ)এর ইলমে গায়ব বা অদৃশ্যের জ্ঞানই ছিল না।[৫৩]

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ ইলমে গায়বের ব্যাপারে ইতোপূর্বে কোরআনুল কারীমের আয়াত এবং সহীহ হাদিসও উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে 'নবী' শব্দের অর্থ-ই হলো, যিনি অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করেন। যেমন ইমাম কুস্তলানী (রহ.)বলেন,

النبوة ماخوذة من النباء بمعنى الخبر ان اطلعه الله على الغيب-

-" نبوة শব্দটি نباء শব্দ থেকে নির্গত; যার অর্থ হচ্ছে খবর বা জ্ঞান। অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে অদৃশ্য বিষয়াদি অবহিত করেছেন (সে খবর)।"[৫৪]

'নবী' শব্দের অর্থ সম্পর্কে আরবী অভিধানের কিতাব مصباح اللغات এর ৮৪৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে النبی : اللہ تعالی کے الھام سے غیب کی باتیں بتا نیوالا -

-"নবী' শব্দের অর্থ হল আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ইলহামের মাধ্যমে গায়বের সংবাদ প্রদানকারী।"

আরবী অভিধানের অন্যতম কিতাব المنجد (আল মুনজিদ) এর ৭৮৪ নং পৃষ্ঠায় নবুয়ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে- النبوة : الاخبار عن الغيب او المستقبل بالهام من الله

-"নবুয়ত হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমে গায়ব বা ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান করা।"

ইলমে গায়ব সংক্রান্ত সকল আয়াত ও হাদিস এবং আরবী অভিধানের অপব্যাখ্যা করে ইলমে গায়বকে অস্বীকার করে আহমদ শফী জঘন্য কুফরী করেছে।

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ১১ ঃ

[৫১].তিরমিযি, আস্-সুনান, কিতাবুত্ব-তাফাসির, : ৫/১৬০পৃ. হাদিস ঃ ৩২৩৫

[৫২] শায়খ আলবানী : তাহক্বীকে মিশকাত শরীফ : কিতাবুল মাসাজিদ : ১/২৩২পৃ., হাদিস ঃ ৭৪৮

[৫৩] আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়ঃ পৃ. ১৩৪

[৫৪]. ইমাম কুস্তলানীঃ মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়াঃ ২/১৯২পৃ.

(ক) আহমদ শফী আল্লাহর অলীদের মাযার যিয়ারতকে হিন্দুদের পূজার সাথে তুলনা করেছে।[৫৫]

(খ) আহমদ শফী বলে, আসলে এ মাযারীরা (মাযার যিয়ারতকারীগণ) হিন্দুদের অনুসারী।[৫৬]

(গ) অপরদিকে তার হেফাজত বাহিনী ২১ এপ্রিল ১৩ শেরে বাংলা (রহ.) এবং ৫ মে ১৩ হযরত গোলাপ শাহ (রহ.) এর মাযারে আক্রমণ করেছে।

(ঘ) আহমদ শফী ইমামে আহলে সুন্নাত শেরে বাংলা (রহ.) সম্পর্কে বলে, তিনি তো শুধু পেট পূজারীর পেছনে ছিলেন।[৫৭]

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ তার উক্ত বক্তব্য দ্বারা সে অলীদ্রোহী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক (ﷺ)ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، ----- الخ –

-"যে আমার অলী বা বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করছি।"[৫৮]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই হেফাজতিরা কার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে? অপরদিকে তারা অলীদের মাযার যিয়ারতকে হিন্দুদের পূজার সাথে তুলনা করেছে। অথচ রাসূল (দঃ) কবর যিয়ারত করতেন। এমনকি হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (ﷺ)শবে বরাত (১৫ শাবান) রাতে পর্যন্ত জান্নাতুল বাকীতে কবর যিয়ারত করতেন।[৫৯] অপরদিকে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) প্রতি বছর ওহুদের ময়দানে গিয়ে ওহুদ যুদ্ধে শহীদদের কবর যিয়ারত করতেন এবং তাঁদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন উহুদের ঘটনাটি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) অন্য সনদে এভাবে বর্ণনা করেন যে রাসুল (ﷺ) বলেন,

قَالَ: " أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ اللهِ، فَزُورُوهُمْ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَّا رَدُّوا عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» ".

-"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহর কাছে নিঃসন্দেহে জীবিত। (অতঃপর লোকজনদের লক্ষ্য করে ফরমালেন) সুতরাং তোমরা তাদের রওযা

[৫৫]আহমদ শফি ঃ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উম্মোচনঃ পৃ. ১৮

[৫৬] আহমদ শফি ঃ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উম্মোচনঃ পৃ. ২০

[৫৭] আহমদ শফি ঃ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উম্মোচনঃ পৃ. ১৪

[৫৮]. ইমাম বুখারীঃ আস সহীহঃ ৮/১০৫, হাদিস নং ৬৫০২

[৫৯]. ক.ইমাম আবি শায়বাঃ আল মুসান্নাফঃ ১০/৪৩৮, হাদিস নং ৯৯০৭
খ.ইমাম আহমদঃ আল মুসনাদঃ ১৮/১১৮, হাদিস নং ২৫৮৯৬
গ.ইমাম বগভীঃ শরহে সুন্নাহ : ৪/১২৬, হাদিস নং ৯৯২
ঘ.ইমাম তিরমিযীঃ আল জামেঃ ১/১৫৬পৃ.

জিয়ারত করবে এবং তাদের প্রতি সালাম করবে। ঐ সত্তার কসম যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ রয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ তাদেরকে সালাম করবে এরা তার জবাব দিবে।"[৬০]এই একই শব্দে ইমাম তাবরানী তার "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে অন্য সনদে ইবনে উমর (রা.) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৬১]

শুধু তা-ই,রাসূল (ﷺ)বলেন,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

-"তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা নিশ্চয় তা পরকালের কথা মনে করিয়ে দেয়।"[৬২] হযরত মা ফাতেমা (রা.)প্রতি জুমা'বার তাঁর চাচা হযরত আমির হামযা (রা.)'র মাযার যিয়ারত করতে যেতেন।[৬৩]

তাই সর্বশেষে তাদেরকে বলতে চাই যে, রাসূল (ﷺ)ও তাঁর মেয়ে জান্নাতের সকল মহিলাদের সর্দার কি হিন্দুদের মতো পূজা করতেন? রাসুল (ﷺ) কি হিন্দুদের মতো পূজা করার আদেশ করেছেন? নাউজুবিল্লাহ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই লক্ষ্য করুন যে, বর্তমানের হেফাজতে ইসলামের আমিরের বক্তব্য নাস্তিকদেরকেও হার মানিয়েছে। নাস্তিকরাও এ কথা বলতে সাহস

[৬০].(১)হাকিম নিশাপুরী ঃ আল-মুস্তাদরাক ঃ ২/২৪৮পৃ,হাদিসঃ ২৯৭৭ তিনি বলেন হাদিসটি সহীহ, (২) ইমাম বায়হাকী ঃ দালায়েলুন নবুওয়াত ঃ ৩/৩০৮পৃঃ (৩) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী ঃ শরহুস সুদুরঃ ২৫৫পৃ, মাকতুবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, মিশর, তিনি বলেন, হাদিসটি সহীহ, (৪) আল্লামা শফি উকাড়ভী ঃ যিকরে জামীলঃ ১১৭-১১৮ পৃঃ (৫) মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল, ১০/৩৮১পৃ. হাদিস : ২৯৮৯১ (৬) তাবরানী,মু'জামুল আওসাত : ৪/৯৭পৃ. হাদিস : ৩৭০০

[৬১]. (১)হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ ঃ ৬/১২৩ পৃঃ (২) হায়সামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৩/৬০পৃ.হাদিস : ৪৩১৩ (৩) তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২০/৩৬৪পৃ.

[৬২]. আবদুর রায্যাক,আল-মুসান্নাফ, ৩/৫৬৯পৃ. হাদিস : ৬৭০৮, ইমাম তিরমিযীঃ আস সুনানঃ কিতাবুজ জানাইযঃ ২/৩৬১.পৃ, হাদিস ১০৫৪, আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৩/২৯পৃ. হাদিসঃ১১৮০৪, মুসনাদে বায্যার,১০/২৭১পৃ. হাদিস : ৪৩৭৩, সুনানে নাসাঈ, ৮/৩১০পৃ. হাদিসঃ৫৬৫২, সহিহ ইবনে হিব্বান, ৩/২৬১পৃ. হাদিস : ৯৮১, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২/১৯পৃ. হাদিস : ১১৫২, নাসাঈ, সুনানে কোবরা, ৮/৫৪০পৃ. হাদিসঃ১৭৪৮৬, সবাই উপরের হযরত বুরায়দা (রা.) এর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/২১২পৃ. হাদিস, হাদিসঃ৩১২, সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৫০১পৃ. হাদিসঃ১৫৭১, হাকিম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৩১পৃ. হাদিসঃ১৩৮৭, নাসাঈ, সুনানে কোবরা, ৪/১২৯পৃ. হাদিস ঃ ৭১৯৭, উপরের সবাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর সূত্রে। আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ,৩/২৯পৃ. হাদিসঃ১১৮০৬, মুসনাদে আহমাদ,২/৩৯৭পৃ.হাদিস : ১২৩৬, উপরের সবাই হযরত আলী (রা.) এর সূত্রে। তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২/৯৪পৃ. হাদিস,১৪১৯, হযরত ছাওবান (রা.) এর সূত্রে। হাকিম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৩২পৃ. হাদিস,১৩৯৩,ও ১/৫৩২পৃ. হাদিস,১৩৯৪, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) এর সূত্রে। ইমাম মুসলিম : কিতাবুজ জানাইয : হাদিস ১০৬

[৬৩] হাকিম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক,হাদিসঃ১৩৪৫,বায়হাকি,আস্-সুনানিল কোবরা,৪/৭৮পৃ.

পায়নি। সাহাবায়ে কেরাম থেকে চলে আসা সঠিক আক্বিদা বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অধিকার না নাস্তিকদের আছে, না হেফাজতে ইসলামের।

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ১২ ঃ

আহমদ শফী রাসূল (ﷺ)এর ইলমে গায়বের প্রতি আক্বিদা পোষণ সম্পর্কে বলে, "যা পরিষ্কার কুফরী, বরং সমস্ত কুফরীর চেয়েও বড় কুফরী।" (সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়ঃ পৃ. ১৪৩)

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ ইতোপূর্বে রাসূল (ﷺ)এর ইলমে গায়ব প্রসঙ্গে কিছু আয়াতে কারীমা ও হাদিসে পাক উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর আমরা তাকে বলতে চাই তার দৃষ্টিতেও তো রাসূল (ﷺ)কিছু কিছু ইলমে গায়ব মু'জেযা হিসেবে জানতেন বলে সে বলেছে। সে কি তাহলে তার ফতোয়ায় নিজে সবচেয়ে বড় কাফের নয়? অথচ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ)সকল সাহাবীদের সামনে মিম্বার শরীফে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে,

فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا»، -

-"খোদার শপথ! তোমরা যে কোন বস্তু সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, আমি এখানে দাঁড়িয়েই তার সংবাদ প্রদান করব।"[৬৪]

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ১৩ ঃ

রাসূল (ﷺ)এর নাম মোবারক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বনকারীদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে আহমদ শফী বলে, "তাদের (যারা এ আমল করেন) আযান দানকারীর মুখেই চুম্বন দেয়া উচিৎ।"[৬৫] **তার এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল তার চরিত্রটা যে কত তেতুলের মত ভাল ।**

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ রাসূল (ﷺ)এর নাম মোবারক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করার উক্ত কাজটি প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)'র সুন্নাত।

حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ هَذَا، وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْأَنْمُلَتَيْنِ السَّبَّابَتَيْنِ وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيلِي فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي، " رواه الديلمي المسند الفردوس

-"হযরত আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মুয়ায্যিনকে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার' রাসূলুল্লাহ বলতে শোনলেন, তখন তিনিও তা বললেন এবং

[৬৪] .সহীহ বুখারী, ৯/৯৫পৃ.হাদিস ঃ ৯২৯৪, তাবরানী, মু'জামুল আওসাত,৯/৭২পৃ. হাদিস ঃ ৯১৫৫, মুসনাদে ছামিন, ৩/৯পৃ. হাদিস ঃ ১৬৯৮, ও ৪/১৫১পৃ. হাদিস ঃ ২৯৭৮, বগভী, শরহে সুন্নাহ, ১৩/২৯৯পৃ. হাদিস ঃ ৩৭২০, খাসায়েসুল কোবরাঃ ২/১৬৪পৃ.

[৬৫] আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদয়াতের সঠিক পরিচয়, পৃ. ১১১

বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ে চুমু খেয়ে তা চোখে বুলিয়ে নিলেন। তা দেখে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর ন্যায় আমল করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ বৈধ হয়ে গেল।"[৬৬]

সে তাঁর সুন্নাতকে ইনকার করে সম্পূর্ণ কুফরী করেছে। উক্ত আমল সম্পর্কে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন,

وَإِذَا ثَبَتَ رَفْعُهُ عَلَى الصِّدِّيقِ فَيَكْفِي الْعَمَلُ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

-"যেহেতু এ হাদিসটির সনদ হযরত আবু বকর (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে মারফূ' হাদিস হিসেবে প্রমাণিত, সেহেতু তা আমলের ক্ষেত্রে আমাদের এতটুকুই যথেষ্ট। কেননা রাসূল (ﷺ)এর ইরশাদ, তোমরা আমার পর আমার সুন্নাত ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর।"[৬৭]

তাই বুঝা গেল, এই কাজটি প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) করেছেন, করলে তাঁর সুন্নাত আদায় হবে। অপরদিকে সে এ হাদিসটিকে তার বইয়ে জাল বলে আখ্যা দিয়েছে, তাই তাকে বলতে চাই যে, আমরা আযান দানকারীর মুখেই বা চুমু দিলাম; কিন্তু এ ব্যাপারে সহীহ হাদিস কোথায়? এটা কি তার আরেকটি জাল হাদিস? যে কোন জাল হাদিস রচনাকারীর ঠিকানা নিঃসন্দেহে জাহান্নাম।

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ১৪ ঃ

আহমদ শফীর ফতোয়ায় আহমদ শফী মুশরিকঃ-

আহমদ শফী বলে, "সম্বোধনের বাক্যে 'ইয়া রাসূল, ইয়া নবী' ইত্যাদি বলা প্রকাশ্য শিরক।"[৬৮]

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ আহমদ শফীর বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল, যে আহবান করবে সে মুশরিক। অথচ আহমদ শফী নিজেই অন্যস্থানে বলে, "খবিছ ওহাবীগণ রাসূল (ﷺ)কে নিদা বা গায়েবী আহবান করাকে হারাম এবং শিরক মনে করেন এবং আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ কে সর্বোতভাবে অবৈধ ধারণা করেন।"[৬৯]

---

[৬৬] .(খ) ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৩৮৩ : হাদিস : ১০২১ (গ) আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৫৯ : হাদিস : ২২৯৬ (ঘ) মোল্লা আলী ক্বারী : আসরারুল মারফূ : ৩১২ পৃষ্ঠা : হাদিস : ৪৫৩ (ঙ) আল্লামা ইমাম তাহতাভী : মারাকিল ফালাহ : ১৬৫ পৃ.কিতাবুল আযান. (চ) আল্লামা শাওকানী : ফাওয়াহিদুল মওযুআত : ১/৩৯ পৃ. (ছ) ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান,৭/২২৯পৃ. (ঠ) আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী : সিল..ছঈফাহ : ১/১০২ পৃ. হাদিস : ৭৩

[৬৭] ক.আল্লামা আজলূনী: কাশফুল খাফা : ২/১৮৪, হাদিস ঃ ২২৯৪
খ.আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী: আসারুল মারফুআত : ১/৩১৬পৃ. হাদিস : ৪৩৬

[৬৮] .আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়: পৃ. ৯৫

[৬৯] আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়: পৃ. ১৬৪

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! তার উক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল, এটা ওহাবীদের আক্বিদা, তার আক্বিদা নয়। তার আক্বিদা নিদায়ে গায়েব জায়েয। তাহলে তার প্রথম বক্তব্য শিরক দ্বারা দ্বিতীয় ফতোয়ায় কি নিজেই মুশরিক নয়? অপরদিকে দ্বিতীয় বক্তব্য দ্বারা প্রথম বক্তব্যে নিজেই ওহাবী ও কাফের নয় কি? কেননা তার মতে ওহাবীরা অত্যাচারী ও বাতিল আক্বিদা ত্রুটিপূর্ণ গায়রে মুসলিম দল।[৭০] সাহাবীগণ রাসূল (ﷺ) এর জীবদ্দশায় যেমনিভাবে ইয়া রাসূলাল-াহ! ইয়া নবীআল-াহ! বলে আহবান করতেন, তেমনি তাঁর ওফাত শরীফের পরও তাঁরা আহবান করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

964 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: خَدِرَتْ رِجْلُ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ -

-"হযরত আবদুর রাহমান বিন সা'দ (রাঃ)বলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর পা অবশ হয়ে গেল। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, "আপনি ওই ব্যক্তিকে স্মরণ করুন, যিনি আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।" তখন তিনি ইয়া মুহাম্মাদাহ! বললেন। **অতঃপর তার পা ভাল হয়ে গেল।**"[৭১]

দেখুন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর পা অবশ হয়ে গেল আর রাসূল (ﷺ) কে ওফাতের পরও দূর থেকে ডাকলেন এবং তার পা রাসূল (ﷺ) সুস্থ করে দিলেন। তাই উক্ত সহীহ হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণিত হলো যে, রাসূল (ﷺ)এর সাহাবীগণ নেদায়ে গায়ব আহবান করতেন। তাহলে কি তাঁরা মুশরিক হলেন? নাউজুবিল-াহ! **দুর থেকে রাসুল (ﷺ) কে ডাকলে তিনি শুনতে পান আমরা যত দুরেই থাকিনা কেন,এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা।** এজন্যই আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) শরহে শিফা গ্রন্থে বলেন-

أي لأن روحه عليه السلام حاضر في بيوت أهل الإسلام

---

[৭০] আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়: পৃ. ১৬৩

[৭১] ক. ইমাম বুখারী : আদাবুল মুফরাদ : পৃ-১৪২, হাদিস নং- ৯৬৪
খ. ইমাম নাওয়াবী : কিতাবুল আযকার : ২৭১ পৃ.
ঘ. ইমাম ইবনে সাদ : তাবক্বাত-ই- ইবনে সাদ,৪/১৫৪পৃ.
চ. ইবনে সুন্নি : আমালুল ইয়াউম ওয়াল লায়লাহ, ১/পৃ-৬৭, নূর মোহাম্মদ কুতুবখানা, করাচী।
ঝ. ইমাম ইবনে যাহদ,মুসনাদে যাহদ,৩৬৯পৃ.হাদিস ঃ ২৫৩৯

-"কেননা, নবী (ﷺ) এর পবিত্র রুহ মুসলমানদের ঘরে ঘরে বিদ্যমান আছেন।"[৭২] আল-ামা ইমাম ইবনুল হজ্জ মালেকী (রহ.) ও ইমাম শিহাবুদ্দীন কুস্তালানী (রহ.) বলেছেন-

وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ أَعْنِي فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خَفَاءَ فِيهِ. -

-"আমাদের সুবিখ্যাত উলামায়ে কিরাম বলেন যে, হুযুর (ﷺ) এর জীবন ও ওফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি নিজ উম্মতকে দেখেন, তাদের অবস্থা, নিয়ত, ইচ্ছা ও মনের কথা ইত্যাদি জানেন। এগুলো তার কাছে সম্পূর্ণ রূপে সুস্পষ্ট, বরং এই কথার মধ্যে কোন রূপ অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার অবকাশ নেই।"[৭৩]

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ১৫ ঃ

(ক) রাসূল (ﷺ)এর হাজির নাযির হওয়া সম্পর্কে আহমদ শফী ব্যঙ্গ করে বলে, "হাজির নাযির অর্থ নিজেকে নিজে সাহাবী দাবী করা।[৭৪]

(খ) রাসূল (ﷺ)এর হাজির নাযির আক্বিদা পোষণকারীদের সম্পর্কে আহমদ শফী বলে, "এই আক্বিদা পোষণকারী আবু জাহেল, আবু লাহাবের মতো।"[৭৫]

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ আল্লাহ তাআলা রাসূল (ﷺ)কে হাজির নাযির হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا-

-"হে আল্লাহর নবী ! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি হাজির ও নাযিররূপে এবং সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী রূপে এবং সমুজ্জ্বল প্রদীপরূপে।"[৭৬]

এমন অসংখ্য আয়াতে কারীমা রয়েছে এবং অসংখ্য হাদিসে পাক রয়েছে। যেমন হযরত সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ)ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، –

৭২ মোল্লা আলী ক্বারী শরহে শিফা : ২/১১৮ পৃ. দারুল কুতুব ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৭৩ ক. আল্লামা ইমাম কুস্তালানী : মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ৪/৫৮০ পৃ.
খ. আল্লামা ইবনুল হাজ্ব : আল মাদখাল :পরিচ্ছেদ ঃ কালাম আলা যিয়ারতে সাইয়্যিদিল মুরসালীন : ১/২৫২ পৃ.
গ. আল্লামা ইমাম যুরকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ৪/৩১২ পৃ:

৭৪ আহমদ শফি ঃ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উম্মোচনঃ পৃ. ২২

৭৫ আহমদ শফি ঃ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উম্মোচনঃ পৃ. ২২

৭৬. সূরা আহযাবঃ আয়াত ৪৫-৪৬

-"আল্লাহ তা'য়ালা আমার সম্মুখে গোটা পৃথিবীকে এমনভাবে সঙ্কুচিত করে দিয়েছেন যে, আমি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্ত সমূহ স্বচক্ষে অবলোকন করেছি।"[৭৭] শুধু তা-ই নয়, মিশকাত শরীফে "বাবু ওফাতিন্নাবী" অধ্যায়ে হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, হুযুর (ﷺ) ইরশাদ করেন,

وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، -

-"তোমাদের সাথে (সর্বশেষ) সাক্ষাতের স্থান হলো হাউযে কাউসার এবং যা আমি এ স্থানে থেকেও দেখতে পাচ্ছি।"[৭৮]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কোথায় হাউযে কাউসার! তা রাসূল (ﷺ)এর নিকটই উপস্থিত ছিল। তেমনি সমস্ত জগত জান্নাত, জাহান্নাম দুনিয়া সব কিছুই রাসূল (ﷺ) এর দৃষ্টির সম্মুখে। যেমন হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (ﷺ)একবার নামাযে হাত সামনের দিকে নিয়ে গিয়ে আবার পিছনে ফিরিয়ে আনলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাসূল (ﷺ) বললেন, নামাযে দাঁড়ালে জান্নাতকে আমার সম্মুখে দেখতে পেলাম এবং আমি তা থেকে ফল নিতে চাইলাম। আমার প্রতি ফিরে আসার প্রত্যাদেশ আসল। এমনকি তখন জাহান্নামও উপস্থিত ছিল।[৭৯] তাই প্রমাণিত হলো রাসূল (ﷺ) এর নিকট সমস্ত আল্লাহর জগত উপস্থিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ১৬ ঃ

আহমদ শফী বলে, "আমাদের বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে ওয়াহাবী বলতে কিছু নেই।"[৮০]

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ আহমদ শফী তার অন্য পুস্তকে বলে, বর্তমান যুগের জামায়াতে ইসলামীকে ওয়াহাবী বলা যেতে পারে।[৮১]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আহমদ শফী কত বড় মুনাফিক! শুধু তা-ই নয়, সে অন্যত্র আরো বলে, "ভারতবর্ষের গায়রে মুকাল্লিদীনও ঐ অসৎ ওহাবী সম্প্রদায়ের

৭৭ (ক) ইমাম মুসলিম : আস্-সহীহ : কিতাবুল ফিতান, ৪/২২১ পৃ.,হাদিস ঃ ২৮৮৯ (খ) আবু দাউদ : আস্-সুনান : ৪/৯৭পৃ. কিতাবুল ফিতান, হাদিস : ৪২৫২ (গ) ইবনে মাযাহ : আস সুনান : কিতাবুল ফিতান,হাদিস ঃ ৩৯৫২ (ঘ) আহমদ : আল মুসনাদ : ৩৭/৭৮ পৃ., হাদিস ঃ ২২৩৯৪ (ঙ) আবি শায়বাহ,আল-মুসান্নাফ,৬/৩১১পৃ. হাদিস ঃ ৩১৬৯৪ (চ) তিরমিযী, আস্-সুনান, ৪/৪২পৃ. হাদিস : ২১৭৬ (ছ)বগভী, শরহে সুন্নাহ, ১৪/২১৫পৃ. হাদিস : ৪০১৫ (জ) রম্নহানী, আল-মুসনাদ :১/৪১০পৃ. হাদিস : ৬২৯ (ঝ) ইবনে হিব্বান,আস্-সহিহ, ১৫/১০৯পৃ. হাদিস : ৬৭১৪, ও ১৬/২২০পৃ. হাদিস : ৭২৩৮

৭৮ বুখারী, আস্-সহিহ ঃ ৫/৯৪পৃ. হাদিস ঃ ৪০৪২,

৭৯. হাকিম নিশাপুরীঃ আল মুস্তাদরাক: ৫/৬৪৮, হাদিস ৮৪৫৬

৮০. আহমদ শফি ঃ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উম্মোচনঃ পৃ. ১৭

৮১ আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়ঃ পৃ. ১৬৪

অনুসারী।"[৮২] পাঠকবৃন্দ! আমি আর এ বিষয়ে কী বলবো স্বয়ং আহমদ শফিই আমার উত্তর দিয়ে দিলেন। সাথে সাথে তার মুনাফিকীর পরিচয়ও দিলেন।

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ১৭ ঃ

মাযহাব অস্বীকার ঃ আহমদ শফী বলে, "ওয়াহাবী হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো হাম্বলী মাযহাবের দাবিদার হতে হবে।"[৮৩]

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ আহমদ শফী কতবড় মিথ্যাবাদী! সে একটা সহীহ মাযহাবে একটি বাতিল ফেরকার অনুপ্রবেশ ঘটাতে চেয়েছে। তার উক্তির দ্বারা একটি মাযহাবের অস্বীকার করা প্রমাণিত হয়েছে। ফতোয়ায়ে আলমগিরীর প্রথম খণ্ডে রয়েছে, চার মাযহাবের যে কোন একটি অস্বীকার করা কুফরী। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহঃ) তাঁর ফতোয়ায়ে শামীর মধ্যে লিখেননি যে, তারা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিল; বরং তিনি লিখেছেন, وَكَانُوا يَنْتَحِلُونَ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ، لِكِنَّهُمْ اعْتَقَدُوا اَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ وَاَنَّ مَنْ خَالَفَ اعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُونَ، ـــــالخ- "তারা (ওহাবীরা) নিজেদেরকে হাম্বলী বলে দাবী করতো। তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে মুসলমান মনে করতো না।"[৮৪] অতএব, বুঝা গেল যে, তারা দাবী করতো হাম্বলী। অপরদিকে আহমদ শফী সে নিজেই তার অন্য পুস্তকে বলে, "আরবের ওহাবীগণ যদিও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের অনুসরণের দাবীদার, কিন্তু মাসায়েলের মধ্যে তাদের আমল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)'র এর মতবাদের পরিপন্থি।"[৮৫] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আহমদ শফীর দ্বিমুখী উক্তি মুনাফিকের আলামত নয় কি? যে এমন আবোল তাবোল বকে সে কি ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজত চায়, না ধ্বংস?

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ১৮ ঃ

আহমদ শফী বলে, "রাসূল (ﷺ) নিজে কখনো মিলাদুন্নবী (জন্মদিন উপলক্ষ করে কোন কাজ) পালন করেননি।"[৮৬]

[৮২] আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়ঃ পৃ. ১৬৩
[৮৩] আহমদ শফি ঃ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উন্মোচনঃ পৃ. ১৭
[৮৪] ইমাম ইবনে আবেদীন : ফতোয়ায়ে শামীঃ বাবুল বোগাত : ৪/২৬২ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
[৮৫] আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়ঃ পৃ. ১৬৩
[৮৬] আহমদ শফি ঃ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উন্মোচনঃ পৃ. ১৫

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ রাসূল (ﷺ) নিজে তাঁর জন্মদিন অর্থাৎ মিলাদুন্নবী এর শোকরিয়া হিসেবে সোমবার রোযা রাখতেন। যেমন হযরত কাতাদাহ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, সোমবার রোযা রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে রাসূল (ﷺ) জবাবে বলেন, ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، -"সেদিন আমার মিলাদ (শুভাগমন) হয়েছে।"[৮৭]

অপরদিকে রাসূল (ﷺ)এর বিলাদতের পর দাদা আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) আক্বিকা করার পরও আবার রাসূল (ﷺ) নিজের বেলাদত উপলক্ষে দুম্বা জবেহ করেছেন। যেমনটি হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন।[৮৮]

তাই সর্বোপরি প্রমাণিত হলো, আহমদ শফী সত্যকে গোপন করেছে। আর প্রমাণিত হলো তার কথার কোন ভিত্তি নেই। তার আক্বিদা হাদিসে রাসূলের পরিপন্থী।

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ১৯ ঃ

আহমদ শফী বলে, "বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ সহ কোনো মুহাদ্দিসের কিতাবে নাকি মিলাদুন্নবীর কথা নেই।"[৮৯]

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ আহমদ শফী কতবড় মিথ্যাবাদী! ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তাঁর 'সুনানে তিরমিযী'[৯০] তে একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন

2 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيلَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

শুধু তা-ই নয়, ইমাম বায়হাকী (রহঃ) তাঁর 'দালায়েলুন নবুয়ত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শুরুতে ১০টিরও বেশি পরিচ্ছেদ মিলাদুন্নবীর উপর দিয়েছেন। অপরদিকে ইমাম জওযী (রহঃ)এ প্রসঙ্গে গ্রন্থ লিখেছেন 'বয়ানু মিলাদুন্নবী' নামক, ইমাম সূয়ূতী (রহঃ)'হুসনুল মাকাসিদ ফী আমালিল মাওলুদ' গ্রন্থ রচনা করেছেন। এমনকি তাঁদের হেফাজতের গুরু মৌং আশরাফ আলী থানবীও 'মিলাদুন্নবী' নামক কিতাব

[৮৭] (ক) ইমাম মুসলিমঃ আস সিহাহ : ২/৮১৯পৃ. হাদিস নং ১১৬২
(খ) ইমাম বায়হাকী : আস্-সুনানুল কোবরা : ৪/২৮৬পৃ. হাদিস ঃ ৮১৮২
(গ) ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ : ৫/২৯৭-২৯৮পৃ.
(ঘ) ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুন নবুয়তঃ ১/৭২ পৃ.
(ঙ) ইমাম মুসলিম : সহীহ, কিতাবুস সিয়ামঃ হাদিস নং ১৯৭
[৮৮] (ক) ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর : ১/২৯৮, হাদিস নং ৯৯৪
(খ) ইমাম সূয়ূতী : আল-হাভী লিল ফাতওয়া : ১/১৮৮পৃ.
[৮৯] আহমদ শফি ঃ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উন্মোচনঃ পৃ. ১৬
[৯০] ইমাম তিরমিযী : সুনানে তিরমিযী : ৬/১৮পৃ.দারুল গুরুবুল ইসলামী,বয়রুত(শামেলা)।

রচনা করেছে; যা জীলী কুতুবখানা পাকিস্তানের লাহোর হতে প্রকাশিত এবং তার 'নশরুত্ত্বীব' গ্রন্থেও মিলাদুন্নবীর অধ্যায় এনেছেন। খুব সহজে উপলব্ধি করা যায় আহমদ শফীর জ্ঞানের পরিধি। তাই আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তার চেয়ে বড় জালেম কে যে সত্যকে গোপন করে।

☞ আহমদ শফীর ভণ্ডামীর খতিয়ান নং- ২০ ঃ

আহমদ শফী বলে, "১২ই রবিউল আউয়াল হুযুর (ﷺ)মৃত্যুবরণ করেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।" অর্থাৎ, সে বুঝাতে চেয়েছে, ১২ রবিউল আউয়াল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন এবং একই তারিখে তাঁর ওফাত হয়েছে। (ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উম্মোচনঃ পৃ. ১৬)

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ রাসূল (ﷺ)হায়াতুন্নবী। এতে কোন সন্দেহ নেই। ইমাম সুহাইলী (রহ.) বলেছেন যে, ১২ রবিউল আউয়াল রাসূল (ﷺ)এর ওফাত শরীফ হয়েছে, তা কোন মতেই হতে পারে না। যেমনটি ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ও বলেছেন। তিনি আরো বলেন, রাসূল (ﷺ)'র ওফাতের তারিখ সম্পর্কে ১২টিরও অধিক অভিমত রয়েছে। [৯১] শুধু তা-ই নয়, ইমাম বায্যার (রহ.) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে ১১ই রমজান রাসূল (ﷺ)এর ওফাত হয়েছে বলে অভিমত পেশ করেছেন।[৯২] **এ বিষয়ে আমার লিখিত "প্রমানিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" গ্রন্থের ২৫১-২৫৭পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি পাঠকবৃন্দের দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।**

☞ আহমদ শফী গং এর মুনাফিকীর খতিয়ান নং- ২১ ঃ

হেফাজতের মহাসচিব মৌং জুনাইদ বাবুনগরী তার 'প্রচলিত জাল হাদিস' গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় বলে, "রাসূল (ﷺ)কে সৃষ্টি করা না হলে কিছুই (আসমান, যমীন, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি) সৃষ্টি করা হতো না।" ইহা একটি জাল, মিথ্যা এবং মিথ্যুকদের বানানো হাদিস।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[৯১].ইবনে হাজার আসকালানী: ফতহুল বারী: ৮/৪৮৩, হাদিস নং ৪৪২৪
[৯২].ইবনে হাজার আসকালানী: ফতহুল বারী: ৮/৪৮৩, হাদিস নং ৪৪২৪

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! এমন এক মুসলমানও পাওয়া দুষ্কর যার উক্ত হাদিসটি জানা নেই। অপরদিকে হেফাজতের আমির আহমদ শফী উক্ত হাদিসটি তার রচিত গ্রন্থে সহীহ বলে উল্লেখ করেছে।[৯৩]

হেফাজতের মহাসচিবের ফতোয়ায় হেফাজতের আমির একজন মিথ্যাবাদী এবং জাল হাদিস প্রচারকারী নয় কি?

যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)বলেন,

ورد ايضا لو لاك لما خلقت الافلاك فانه صحيح- (شرح شفا: جـ١صـ ١٣)

-"আরো বর্ণিত হয়েছে, "আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি কিছুই সৃষ্টি করতাম না" উক্ত হাদিসটি অবশ্যই সহীহ।"[৯৪] হাদিস শরীফে এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ - (رواه الديلمى)

-"আমার নিকট জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আগমন করলেন। অতঃপর বললেন, (আল্লাহ বলেন) হে মুহাম্মদ (ﷺ)! যদি আমি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম, তবে জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না।"[৯৫]

অপরদিকে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) তাঁর 'খাসায়েসুল কোবরা' নামক গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্য রেওয়াতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা ঈসা আলাইহিস সালাম এর কাছে জিব্রাইলের মাধ্যমে বলেন, لَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ فَسَكَنَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "-

-"(আল্লাহ বলেন) আমি মুহাম্মদ (ﷺ)কে সৃষ্টি না করলে আদম আলাইহিস সালামকেও সৃষ্টি করতামনা; এমনকি জান্নাত-জাহান্নামও সৃষ্টি করতাম না।....ইমাম হাকিম বলেন হাদিসটি সহিহ।"[৯৬]

[৯৩] আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয় : পৃ. ১৬৪
[৯৪] ৫০। মোল্লা আলী ক্বারী: শরহে শিফা: ১/১৩, দারুল ফিক্‌র ইলমিয়্যাহ, বৈরত, লেবানন।
[৯৫].আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী: কানযুল উম্মাল: ১১/৪৩১, হাদিস ৩২০২৫, ক. ইমাম দায়লামী ঃ আল-মুসনাদিল ফিরদাউস : ২/২৪২ তিনি বর্ণনা করে বলেন হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে "হাসান", আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওদ্বুআতুল কবীর: ১/২৯৫ পৃ.হাদিস :৩৮৫.পৃ.মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, শায়খ ইউসুফ নাবহানী ঃ যাওয়াহিরুল বিহার ঃ ৪/১৬০ পৃ.

উক্ত হাদিসটিকে ইমাম হাকিম(রহ.)সহীহ বলে মন্তব্য পেশ করেছেন। আর ইমাম সুয়ূতী(রহ.), ইউসুফ নাবহানী(রহ.), ইবনে হাজার আসকালানী(রহ.)সবাই সহীহ বলে ইমাম হাকেমের মন্তব্যকে গ্রহণ করেছেন। উক্ত হাদিসের এবং এ **বিষয়ে আমার লিখিত "প্রমানিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" গ্রন্থের ১০৫-১২৬পৃষ্ঠা এবং ৪৮৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি পাঠকবৃন্দের দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।**

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ২২ ঃ

হেফাজতের মহাসচিব জুনাইদ বাবুনগরী তার 'প্রচলিত জাল হাদিস' গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় «أَصْحَابِي كَالنُّجُوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ»"আমার সাহাবীগণ তারকাতুল্য। যে তাঁদের কাউকে অনুসরণ করবে, সে সুপথ ও হেদায়াত পাবে" উক্ত হাদিসকে জাল, মিথ্যা ও মিথ্যুকদের বানানো হাদিস বলে উল্লেখ করেছে।

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ অথচ হেফাজতের আমির আহমদ শফী তার একটি গ্রন্থে বলে, নবী কারীম (ﷺ)'র সুস্পষ্ট ঘোষণা-ই উচ্চারিত হয়েছে, আমার সাহাবীগণ তারকাতুল্য।[৯৭] শুধু তা-ই নয় সে অন্যত্র জামায়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মি. মওদুদী কর্তৃক সাহাবীদের সমালোচনার (সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি নয়) এর জবাবে উক্ত হাদিসটিকে সহীহ বলে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছে।[৯৮]

উক্ত হাদিসটি অসংখ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হলো।[৯৯] যদি বাবুনগরীর কথা সঠিক হয়, তবে তার গুরু আহমদ শফী কি কাফের

---

[৯৬] ১. ইমাম হাকেম নিশাপুরী ঃ আল মুস্তাদরাক ২/৬৭১, পৃষ্ঠা হাদিস ঃ ৪২২৭
২. আল্লামা ইমাম তকিউদ্দিন সুবকী ঃ শিফাউস সিকাম ৪৫ পৃষ্ঠা.
৮.আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি ঃ খাসায়েসুল কোবরা ঃ ১/১৪ হাদিস ঃ ২১
১৫.যুরকানী,শরহুল মাওয়াহেব:১২/২২০পৃ.
১৬.ইবনে কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া,১/২৯পৃ.দারুল তা'লিফ,কাহেরা,মিশর।
১৭.ইবনে কাসীর, সিরাতে নববিয়্যাহ:১/৩২০পৃ.দারুল মা'রিফ,বয়রুত লেবানন।
১৮.ইবনে কাসীর, মু'জিজাতুন্নাবী:১/৪৪১পৃ. মাকতুবাতুল তাওফিকহিয়্যাহ,কাহেরা,মিশর।

[৯৭] আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়: পৃ. ২৪

[৯৮]. আহমদ শফী: ইজহারে হাকীকত: পৃ. ১০

[৯৯] ১। ইমাম বায়হাকী: আল মাদখাল: ১/৭২, ইমাম সাখাভী: মাকাসিদুল হাসানা: পৃ. ৪৬, হাদিস ৩৯, আল্লামা আজলুনী: কাশফুল খাফা: ১/১১৮, হাদিস ৩৮১, ইমাম ইবনুল বার্ : জামেউল উলুম: ২/৯১, ইমাম সুয়ূতী: খাছায়েছুল কোবরা: ২/৪৫৪, তাফসীরে মাযহারী : সূরা নিসা ১১৫ নং আয়াত এবং সূরা হুদ ১৭নং আয়াত এর ব্যাখ্যায়, মবসুত শরীফ: কিতাবু আদাবুল কাযী: ২৬/৮৩পৃ.

নয়? উক্ত হাদিসের এবং এ **বিষয়ে আমার লিখিত "প্রমানিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" গ্রন্থের ২৩৪-২৪১পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি পাঠকবৃন্দের দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।**

☞ বিদআতের প্রকার নিয়ে আহমদ শফীর বিভ্রান্তির অবসান ঃ

আহমদ শফী বলে, কোন বিদআতকেই হাসানা বা ভাল বলা যাবে না।[১০০]

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! অথচ আহমদ শফী তার উক্ত গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় বিদআতের এক প্রকার ওয়াজিবও বলেছে।

অপরদিকে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে বিদআত প্রথমত: দুই প্রকার। যেমন বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সাইয়্যেয়াহ। যেমন আলস্নামা বরম্নদ্দীন আইনী (রহ.)বলেন والبدعة لغَةَ: كل شَيْء عمل عَليّ غير مِثَال سَابق، وَشرعا إِحْدَاث مَا لم يكن لهُ أصل فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهِي عل قسمَيْن: بِدعَة ضَلَالَة، وَهِي الَّتِي ذكرنَا، وبدعة حَسَنَة: وَهِي مَا رَآهُ الْمُؤمنُونَ حسنا وَلَا يكون مُخَالفا للكتاب أو السّنة او الْأَثر او الْإِجْمَاع،"- "বিদআত হলো এমন সব আমল যার দৃষ্টান্ত পূর্বে পাওয়া যায় না। ইসলামী শরীয়তে বিদআত হলো যে কাজের ভিত্তি রাসূল (ﷺ)'র যামানায় ছিল না। আর এটি (বিদআত) দুই প্রকার। একটি হলো বিদআতে দালালাহ, যার ব্যাপারে আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো বিদআতে হাসানা যেটাকে মুসলমানগন ভাল মনে করেন। আর এটি কিতাবুলস্নাহর অথবা সুন্নাহ অথবা আছার অথবা ইজমায়ে উম্মাতের বিরোধী হতে পারবে না।[১০১]

অপরদিকে আল্লামা মোল্লা আলী (রহ.) এবং ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) বিদআতের উক্ত দুই প্রকারসহ মোট পাঁচ প্রকার উল্লেখ করেছেন।

قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّين بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي آخِرِ كِتَابِ " الْقَوَاعِدِ ": الْبِدْعَةُ إِمَّا وَاجِبَةٌ كَتَعَلُّمِ النَّحْوِ لِفَهْمِ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَتَدْوِينِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْكَلَامِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَإِمَّا مُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ، وَالرَّدُّ

মোল্লা আলী ক্বারী তাঁর রচিত 'মেরকাত' গ্রন্থে অসংখ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।(হাদিস ১৬০৬, ৩৮৫০, ৩৮৭৬, ৬০০৮, ৩৯৭৪ ব্যাখ্যায় দেখুন)।

[১০০] .আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদআতের সঠিক পরিচয়: পৃ. ১৩

[১০১] ক.শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী: আশিয়াতুল লুমআত: (উর্দু) ১/৪২২পৃ.
খ.বদরুদ্দিন আইনী : উমদাতুল ক্বারী : ৫/২৩০পৃ.হাদিস ঃ ৬৯৪, দারুল ইহইউত-তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবানন।

عَلٰى هٰؤُلَاءِ مِنَ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ مِنْ هٰذِهِ الْبِدَعِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَإِمَّا مَنْدُوبَةٌ كَإِحْدَاثِ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ، وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَكَالتَّرَاوِيحِ اَيْ بِالْجَمَاعَةِ الْعَامَّةِ - وَالْكَلَامُ فِي دَقَائِقِ الصُّوفِيَّةِ، وَإِمَّا مَكْرُوهَةٌ كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَتَزْوِيقِ الْمَصَاحِفِ يَعْنِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَمُبَاحٌ، إِمَّا مُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِيبِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ اَيْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اَيْضًا، وَإِلَّا فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَكْرُوهٌ، وَالتَّوَسُّعُ فِي لَذَائِذِ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ، وَالْمَسَاكِنِ، -

-"ইমাম ইযুদ্দীন বিন আবদুস সালাম (رحمه الله) তাঁর "আল-কাওয়াইদ" গ্রন্থে লিখেন (১) বিদআত হয়তো ওয়াজিব হবে। যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর বাণী বুঝার জন্য ইলমে নাহ্ শিক্ষা করা এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের উসূল সমূহকে সংকলন করা ইত্যাদি (২) হারাম হবে। যেমন জবরিয়া, ক্বদরিয়া ইত্যাদি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের মতবাদ। (৩) মুস্তাহাব হবে। যেমন মুসাফির খানা ও মাদরাসা সমূহ তৈরি করা, প্রত্যেক ভালো কাজ করা, যা প্রথম যুগে ছিল না। যেমন জামাত সহকারে তারাবীহ নামায আদায় করা। (৪) মাকরূহ হবে। যেমন ওলামায়ে শাফেয়ীদের মতে, মসজিদ সমূহকে গৌরব বোধক কারুকার্য করা, পবিত্র কোরআন শরীফের পাণ্ডুলিপিতে কারুকার্য করা। কিন্তু ওলামায়ে আহনাফের নিকট এগুলো বৈধ। (৫) অথবা মুবাহ বা বৈধ হবে। যেমন ফজর ও আসর নামাযের পর মুসাফাহা করা এবং ভালো খানা-পিনা ও আবাসস্থলের ব্যাপারে উদারতা দেখানো।"[১০২]

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ২৪ ঃ

আহমদ শফী বলে, "প্রচলিত ফাতেহা (সূরা ফাতেহা, ইখলাস পাঠ করা) বাহ্যত এক প্রকার ভাত পূজা। কোন ভাত পূজা হয়ে থাকলে এটাকেই আখ্যায়িত করতে হবে।"[১০৩]

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ফাতেহায় কোরআন শরীফ ও দরূদ শরীফ পাঠ ব্যতীত অন্য কিছুই করা হয় না। আর তা খাবারের বরকত ও রহমতের জন্যই করা হয়। পূর্বের অনেক ইমাম ও মুহাদ্দিস ফাতেহাখানি করেছেন। এমনকি

[১০২]. ক.মোল্লা আলী ক্বারী: মিরকাত শরহে মিশকাত: ১/২২৬পৃ.
খ.ইবনে আবেদীন শামী: ফতোয়ায়ে শামী: কিতাবুস সালাত, বাবুল ইমামত, ২/২৯৯পৃ.
[১০৩] আহমদ শফি ঃ সুন্নাত বিদয়াতের সঠিক পরিচয়, পৃ. ১৭০

সর্বজন গ্রহণযোগ্য আল্লামা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (رحمه الله) ফাতেহাখানি সম্পর্কে বলেন,

طعاميكه ثواب آں نياز حضرت امامين نمايند بر اں قل وفاتحه ودرود خواندن متبرك مى شود وخوردن بسيار خوب است

-"যে খাদ্যদ্রব্য হযরত হাসান-হুসাইন (رضي الله عنهما) এর নামে উৎসর্গ করার নিয়ত করা হয়, তাতে সূরা ইখলাস, সূরা ফাতেহা ও দরূদ শরীফ পড়া মোবারক এবং ওটা খাওয়া খুবই ভাল।"[১০৪]

উক্ত গ্রন্থে তিনি আরো বলেন,

اگر ماليده وشير برائے فاتحه وبزرگے بقصد ايصال ثواب بروح ايشاں پخته بخوراند جائز است مضائقه نيست-

-"যদি কোন বুযুর্গের ফাতেহার জন্য ঈসালে সাওয়াবের নিয়তে দুগ্ধজাত কোন কিছু তৈরি করে পরিবেশন করা হয়, তা জায়েয এবং এতে কোন ক্ষতি নেই।"[১০৫]

ফাতেহাখানিতে কোরআন পাঠ ও দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়। আর প্রকৃতার্থে আহমদ শফী এগুলোকে অস্বীকার করার জন্য এমন মন্তব্য করার প্রয়াস পেয়েছে। অথচ পূর্বেকার অনেক মুহাদ্দিস এই ফাতেহাখানি করেছেন। আহমদ শফীর ফতোয়া মোতাবেক পূর্বেকার সর্বজন গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণ ভাতপূজক ছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ) আহমদ শফী কি তাঁদের চেয়েও ইসলাম বেশি বুঝে ?

☞ আহমদ শফীর কুফরীর খতিয়ান নং- ২৫ ঃ

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) সম্পর্কে আহমদ শফী বলে, "আমাদের দেশে এই ভাইরাস আগে ছিল না। **মাত্র ১০-১২ বৎসর আগে থেকে এর অপপ্রচার** শুরু হয়েছে। সে আওলাদে রাসূল পীরে ত্বরিকত ও রাহনুমায়ে শরিয়ত আল্লামা তাহের শাহ (মা.জি.আ.) কে অকথ্য ভাষায় (যা উল্লেখ করার মতো নয়) কটাক্ষ করে মন্তব্য করেছে।[১০৬] অথচ, সে নিজেই উক্ত গ্রন্থের একই পৃষ্ঠায় এবং তার অপর

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[১০৪] ক শায়খ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী: ফতোয়ায়ে আযীযিয়া: পৃ. ৭৫
[১০৫] শায়খ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী : ফতোয়ায়ে আযীযিয়া: পৃ. ৪১
[১০৬] আহমদ শফি ঃ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উন্মোচন, পৃ. ১৫

আরেকটি গ্রন্থে বলে, "বাস্তব কথা হলো! ইতিহাস সাক্ষী যে, ৬০৪ হিজরী সনের পর এই ঈদে মিলাদুন্নবীর আবিষ্কার ঘটে।[১০৭]

📖 ইসলামী আক্বিদা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) নিজেই মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করতেন। শুধু তা-ই নয় খোলাফায়ে রাশেদীনও মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করেছেন। যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন,

من انفق درهما على قرأة مولد النبى صلى الله عليه وسلم كان رفيقى فى الجنة-

-"যে ব্যক্তি হুযুর (ﷺ)এর মিলাদ শরীফ পড়ার জন্য এক দিরহাম খরচ করেছে, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"[১০৮] হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন,

من عظم مولد النبى صلى الله عليه وسلم فقد احيا الاسلام-

-"যে ব্যক্তি হুযুর (ﷺ)এর মিলাদ শরীফের সম্মান করেছে, সে যেন ইসলামকে জীবিত করেছে।"[১০৯] এছাড়াও হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রাঃ), ইমাম শাফেঈ (রাহঃ), হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহঃ) মিলাদুন্নবীর ফযিলত বর্ণনা করেছেন।[১১০]

ইমামে রাব্বানী সাইয়েদ মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রাহঃ) এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

دیگر در باب مولود خوانی انذراج یافته بوددر نفس قرآن خواندن بصوت حسن ودرقصائد نعت ومنقبت خواندن چه مضائقه است-

-"আপনার চিঠিতে মৌলুদখানি সম্পর্কে উল্লেখ ছিল। মধুর কণ্ঠে কোরআন পাকের তেলাওয়াত ও নবী পাক (ﷺ) শানে আক্বদাসে ক্বাসিদাসমূহ, নাত, জীবন বৃত্তান্ত পাঠে ক্ষতি কি? (অর্থাৎ কোন ক্ষতি নেই)।[১১১] তাই তার বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল মিলাদে কোন অসুবিধা নেই।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[১০৭] আহমদ শফি ঃ ধর্মের নামে ভণ্ডামীর মুখোশ উন্মোচন, পৃ. ১৫
[১০৮] ক. আল্লামা ইবনে হাজার মক্কীঃ আন্নি'মাতুল কোবরাঃ পৃ. ৭, তুরস্কে মুদ্রিত
খ. আল্লামা ইউসুফ নাবহানীঃ জাওয়াহিরুল বিহার : ৩/৩৫০, দিল্লী হতে মুদ্রিত
[১০৯] আল্লামা ইবনে হাজার মক্কীঃ আন্নি'মাতুল কোবরাঃ পৃ. ৮-৯, মাকতাবাতুল হাক্বিয়া,তুরস্কে মুদ্রিত।
[১১০] আল্লামা ইবনে হাজার মক্কীঃ আন্নি'মাতুল কোবরাঃ পৃ. ৮-৯, এ বিষয়ে আমার লিখিত "প্রমানিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" গ্রন্থের ১৬৯-১৭২পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি পাঠকবৃন্দের দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।
[১১১] মুজাদ্দিদে আলফে সানী : মাকতুবাত শরীফঃ পৃ. ১৫৭, মাকতুবাত নং ৭২